অধ্যায় ৪

কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গ

কারক

বাংলা বাক্যের প্রধান উপাদান হল ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াকে ঘিরে বাক্যের অন্যান্য সদস্য অর্থাৎ বাক্যের অন্যান্য পদগুলির বিশেষত **বিশেষ্য** ও **সর্বনাম** পদের সম্বন্ধ স্থির হয়। বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্ককে বলা হয় কারক।

কারক সম্পর্ক

সমাপিকা ক্রিয়াকে নানাভাবে প্রশ্ন করে কারক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এবং এর ফলে কারকের প্রকারভেদ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। যেমন– বিশ্বেশ্বরী তীর্থক্ষেত্রে আপন ভাণ্ডার হইতে স্বহস্তে দরিদ্রদের জন্য বস্ত্র দান করিতেছেন। এই বাক্যে 'দান করিতেছেন' ক্রিয়াপদকে নানাভাবে প্রশ্ন করে কী কী উত্তর পাওয়া যায় দেখা যাক :

সাধু গদ্যে

প্রশ্ন	উত্তর	কারক
কে দান করিতেছেন?	বিশ্বেশ্বরী	কর্তা
কী দান করিতেছেন?	বস্ত্র	কর্ম
কীসের দ্বারা দান করিতেছেন?	স্বহস্তে	করণ
কাহাদের নিমিত্তে দান করিতেছেন?	দরিদ্রদের জন্য	নিমিত্ত
কোথা হইতে দান করিতেছেন?	আপন ভাণ্ডার হইতে	অপাদান
কোথায় দান করিতেছেন?	তীর্থক্ষেত্রে	অধিকরণ

অনুরূপভাবে, **ছেলেটি ট্রেনে মানিব্যাগ থেকে নিজের হাতে বন্যাত্রাণে পয়সা দিল।**—বাক্যে ওপরের ছকের প্রশ্নোত্তর অনুযায়ী সম্পর্ক পাওয়া যাবে।

চলিত গদ্যে

প্রশ্ন	উত্তর	কারক
কে দিল?	ছেলেটি	কর্তা
কী দিল?	পয়সা	কর্ম

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন	উত্তর	কারক
কীসের দ্বারা দিল?	নিজের হাতে	করণ
কীসের জন্য দিল?	বন্যাত্রাণে	নিমিত্ত
কোথা থেকে দিল?	মানিব্যাগ থেকে	অপাদান
কোথায় দিল?	ট্রেনে	অধিকরণ

কারক-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ, তাকে কারক বলে।

এই সম্বন্ধ ছ-প্রকার, তাই কারকও ছ-প্রকার।

যথা – ১ কর্তৃকারক, ২ কর্মকারক, ৩ করণকারক, ৪ নিমিত্তকারক, ৫ অপাদানকারক ও ৬ অধিকরণকারক।

আগের বাক্যগুলিতে আমরা বিশেষ্য পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক দেখেছি। এখন সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক দেখা যাক :

আমি তার জন্য ওর কাছ থেকে বইটি নিজের হাতে নিয়েছি।

এই বাক্যে সর্বনামের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক অনুযায়ী কারকগুলি হল :

আমি– কর্তা; বইটি– কর্ম; নিজের হাতে (নিজের হাতের দ্বারা) – করণ; তার জন্য– নিমিত্ত; ওর কাছ থেকে– অপাদান। ['দিয়েছি' ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অনুযায়ী এই কারকগুলি পাওয়া গেল।]

আবার, **তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।**

এই বাক্যে 'আছে' ক্রিয়াপদটি উহ্য আছে। কিন্তু এই 'আছে' উহ্য ক্রিয়াপদটির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে 'তোমাতেই' সর্বনাম পদটি হল অধিকরণকারক।

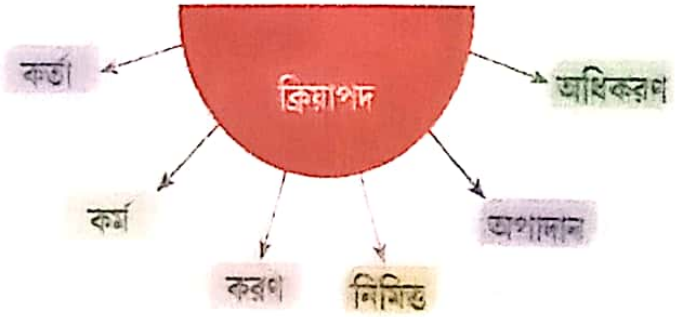

ওপরের ছবিতে 'ক্রিয়াপদ'-টি যেন হাতের তেলো; আর এই হাতের তেলো থেকে বেরিয়েছে হাতের ছ-টি আঙুল– কর্তা, কর্ম, করণ, নিমিত্ত, অপাদান ও অধিকরণ।

বিভক্তি

রামকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছি।

'রাম'-এর সঙ্গে 'কে' এবং 'বাজার'-এর সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। এখানে 'কে' এবং 'এ' হল বিভক্তি।

যেসব বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করে এবং কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ে সাহায্য করে, তাদের বিভক্তি বলে।

বিভক্তি দু-প্রকার—১ শব্দবিভক্তি ও ২ ধাতুবিভক্তি।

Scanned with CamScanner

শব্দবিভক্তির সংজ্ঞা

যেসব বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ শব্দের সঙ্গে (বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে) যুক্ত হয়ে পদগঠন করে এবং কারক নির্দেশ করে, তাদের শব্দবিভক্তি বলে। যেমন—

'বালকেরা বিদ্যালয়ে যায়'।—এই বাক্যে 'বালকেরা' এবং 'বিদ্যালয়ে' পদদুটিতে 'এরা' (বালক + এরা) এবং 'এ' (বিদ্যালয় + এ) শব্দবিভক্তির দৃষ্টান্ত।

ধাতুবিভক্তির সংজ্ঞা

যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত করে, তাকে ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি বলে।

'ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে।'— এই বাক্যে 'যাচ্ছে' ক্রিয়াপদে 'যা' ধাতুর সঙ্গে 'চ্ছে' হল ধাতুবিভক্তি। [চলিত রীতি]

শব্দ + বিভক্তি = পদ	ধাতু + বিভক্তি = পদ
ছেলে + রা = ছেলেরা	যা + ইতেছে/চ্ছে + যাইতেছে/যাচ্ছে

'বালকেরা বিদ্যালয়ে যাইতেছে'। 'যাইতেছে' ক্রিয়াপদে 'যা' ধাতুর সঙ্গে 'ইতেছে' ধাতুবিভক্তির দৃষ্টান্ত। [সাধু রীতি]

অনুসর্গ

'মা আমাদের হাঁড়ি থেকে চামচ দিয়ে ভাত দিচ্ছেন।' বাক্যটিতে 'থেকে' এবং 'দিয়ে' পদদুটি যথাক্রমে 'হাঁড়ি' এবং 'চামচ'-এর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আলাদাভাবে বসে বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ করেছে। 'থেকে' এবং 'দিয়ে' পদদুটি অনুসর্গ।

অনুসর্গের সংজ্ঞা

বিভক্তি ছাড়া কয়েকটি অব্যয় পদ নামপদের পরে আলাদাভাবে বসে সেই পদের কারক নির্ণয়ে সাহায্য করে এবং বাক্যকে অর্থবহ করে তোলে, সেই অব্যয় পদগুলিকে অনুসর্গ বলে।

যেমন— দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, থেকে, চেয়ে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, মতো, মতন, অপেক্ষা, তরে, ছাড়া, বিনা, ব্যতীত।

বাক্যে প্রয়োগ রামের চেয়ে শ্যাম বড়ো। 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

বিভক্তি ও অনুসর্গের পার্থক্য

① বিভক্তি কোনো শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করে, আর অনুসর্গ বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসে বিভক্তির কাজ করে।

② বিভক্তি শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অনুসর্গ পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়, এর স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে।

③ বিভক্তি সবসময় শব্দের পরে বসে। কিন্তু অনুসর্গ কখনো কখনো শব্দের আগেও বসে। যেমন—বিনা স্বদেশি ভাষা মিটে কি আশা?

④ বিভক্তি হল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি, কিন্তু অনুসর্গগুলি হল অব্যয় পদ।

Scanned with CamScanner

তির্যক বিভক্তি

যে বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয়, তাকে তির্যক বিভক্তি বলে।

যেমন—'এ' বিভক্তি। ('এ' বিভক্তি সব কারকে ব্যবহৃত হয় না। যেমন— কর্মকারক।)

বি. দ্র. প্রতিটি কারকে তির্যক বিভক্তির প্রয়োগ কীভাবে হয় তা দেখানোর জন্য এক্ষেত্রে বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হ

বাক্যে প্রয়োগ : পাগলে কি না বলে (কর্তা)। দুঃখে যেন করিতে পারি জয় (কর্ম)। এ কলমে লেখা যায় (করণ)। কালো মেঘে বৃষ্টি হয় (অপাদান)। জলে কুমির থাকে (অধিকরণ) ইত্যাদি।

বিভিন্ন কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ

এখন বিভিন্ন কারকে একবচন ও বহুবচনে সাধারণত কীরকম বিভক্তিচিহ্ন ও অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় দেখো।

কারক	বিভক্তি ও অনুসর্গ	
	একবচন	বহুবচন
কর্তা	অ (শূন্য বিভক্তি)	রা, এরা, গণ, গুলি (বিভক্তি)
কর্ম	কে, রে	দিগকে, গণকে, গুলিকে (বিভক্তি)
করণ	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক (অনুসর্গ)	দিগের, দের, গণের, গুলির (বিভক্তি) দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক (অনুসর্গ)
নিমিত্ত	তরে, জন্য, নিমিত্ত (অনুসর্গ)	দের, গণের, গুলির (বিভক্তি) তরে, জন্য, নিমিত্ত (অনুসর্গ)
অপাদান	হইতে, থেকে, চেয়ে	গণ হইতে, থেকে বা চেয়ে দের হইতে, থেকে বা চেয়ে গুলি হইতে, থেকে বা চেয়ে (বিভক্তি ও অনুসর্গের মিশ্রণ)
সম্বন্ধপদ	র, এর (বিভক্তি)	দের, দিগের, গুণের, গুলির (বিভক্তি)
অধিকরণ	এ, য়, তে (বিভক্তি) মাঝে, মধ্যে, ভিতরে (অনুসর্গ)	দিগেতে, গুলিতে (বিভক্তি) মাঝে, মধ্যে, ভিতরে (অনুসর্গ)

বিভিন্ন শ্রেণির কারক

কর্তৃকারক

'পাখি ডাকছে' বাক্যে 'ডাকছে' ক্রিয়ার কর্তা 'পাখি'। 'পাখি' পদটি এখানে কর্তৃকারক।

Scanned with CamScanner

আবার, 'আমরা ভাত খাইতেছি/খাচ্ছি' বাক্যে 'খাইতেছি' বা 'খাচ্ছি' ক্রিয়ার কর্তা 'আমরা'। এখানে 'আমরা' পদটি কর্তৃকারক।

কর্তৃকারকের সংজ্ঞা

বাক্যে যে ব্যক্তি বা বস্তু কাজ সম্পাদন করে বা অন্যকে কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে, তাকে বাক্যের কর্তা বলে। কর্তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের এই সম্বন্ধকেই বলে কর্তৃকারক।

কর্তার প্রকারভেদ

[১] *উক্ত কর্তা :*

কর্তৃবাচ্যের কর্তাকে **উক্ত কর্তা** বলে। যেমন–

রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেছেন। সুধা কাল রবীন্দ্রসদনে নাচবে।

[২] *অনুক্ত কর্তা :*

বাক্যের মধ্যে কর্তা যদি অনুক্ত বা উহ্য থাকে, তবে তাকে **অনুক্ত কর্তা** বলে। যেমন—

(তুমি) এখানে এসো। (তোমরা) এখন চলে যাও।

[৩] *প্রযোজক কর্তা :*

কখনো-কখনো কর্তা নিজে ক্রিয়া সম্পাদন না করে অপরের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করায়, এইরূপ কর্তাকে **প্রযোজক কর্তা** বলে। যেমন—

মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। দাঁড়াও আমি তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

[৪] *প্রযোজ্য কর্তা :*

প্রযোজক কর্তা যাকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায়, তাকে **প্রযোজ্য কর্তা** বলে। যেমন—

মা শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। সেকালে বাবুরা পায়রা ওড়াতেন।

[৫] *নিরপেক্ষ কর্তা :*

বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা পৃথক হলে, অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে **নিরপেক্ষ কর্তা** বলে। যেমন—

সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়। রাতে চাঁদ উঠলে চারদিক খুব সুন্দর দেখায়।

[৬] *সমধাতুজ কর্তা :*

কর্তা এবং ক্রিয়া একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে, ওই কর্তাকে **সমধাতুজ কর্তা** বলে। যেমন—

রাঁধুনি রাঁধছে। গাইয়ে গায়, বাজিয়ে বাজায়। খর বায়ু বয় বেগে।

[৭] *ব্যতিহার কর্তা :*

বিভিন্ন কর্তা পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলে, ওই কর্তাকে **ব্যতিহার কর্তা** বলে। যেমন—

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করো না।

[৮] *সহযোগী কর্তা :*

একই ক্রিয়ার দুই কর্তার মধ্যে পারস্পরিকতা না থেকেও সহযোগিতা থাকলে, তাকে **সহযোগী কর্তা** বলে।

Scanned with CamScanner

যেমন— মহেশপুরের জমিদারের দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত।

[৯] *উপবাক্যীয় কর্তা :*

বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্রবাক্যকে উপবাক্য (Clause) বলে। এই উপবাক্যের কর্তাকে উপবাক্যীয় কর্তা বলে। যেমন—

তুমি যে এসেছ ভালোই হয়েছে।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ

কর্তৃকারকে সাধারণত 'শূন্য' বিভক্তি হয়। কিন্তু কর্তায় অন্যান্য বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখা যায়।

» 'শূন্য' বিভক্তি :

- রাম বনে গেলেন।
- তিনি রাবণকে বধ করেন।

» 'কে' বিভক্তি :

- আমাকে এখনই দিল্লি যেতে হবে।
- তোমাকে কাজটা করতে হল।

» 'র' বিভক্তি :

- তোমার এখন যাওয়া হবে না।
- মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?

» 'এ', 'য়', 'তে' বিভক্তি :

- লোকে কি না বলে!
- পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়?
- বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।
- পাগলে মিথ্যা বলে না, ছাগলে ঘুষ খায় না।
- গোরুতে লাঙল টানে।
- আমায় এখন যেতেই হবে।

» 'দ্বারা', 'দিয়া', 'দিয়ে' 'কর্তৃক', 'হতে' অনুসর্গ :

- রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিলেন।
- তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।
- অমলকে দিয়ে কাজটি হবে না।
- আমা হতে হেন কার্য হবে না সাধন।

Scanned with CamScanner